কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে
সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৫ জুলাই ২০২২)

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী গত ১৫ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। একটি মেয়র, ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদ মিলিয়ে মোট ৩৭টি পদে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

তফসিল ঘোষণার পর মেয়র পদের জন্য ৬ জন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ১২০ জন এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ৩৮ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১০৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন, মোট ১৪৭ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৫ জন হলেন : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মোঃ রাশেদুল ইসলাম, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মনিরুল হক (সাক্কু), কামরুল আহসান বাবুল এবং মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন এবং আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে গত ১২ জুন ২০২২ তারিখে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। একইসঙ্গে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগের।

নির্বাচনের পর আমরা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য তুলে ধরছি; যাতে ভোটাররা বুঝতে পারেন তাঁরা কী ধরনের প্রার্থী নির্বাচন করলেন। উল্লেখ্য, ২ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর গাজী গোলাম ছারোয়ারের তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া না যাওয়ায় মোট ৩৬ জনের বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হলো।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২২-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত ৯ জন কাউন্সিলর ব্যতীত সাধারণ কাউন্সিলর পদে কোনো নারী নির্বাচিত হননি।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	২ ৭.৬৯%	৩ ১১.৫৪%	৭ ২৬.৯২%	১০ ৩৮.৪৬%	৪ ১৫.৩৮%	০ ০%	২৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	৩ ৩৩.৩৩%	১ ১১.১১%	৩ ৩৩.৩৩%	০ ০%	২ ২২.২২%	০ ০%	৯ ১০০%
সর্বমোট	**৫** **১৩.৮৯%**	**৪** **১১.১১%**	**১০** **২৭.৭৮%**	**১১** **৩০.৫৬%**	**৬** **১৬.৬৭%**	**০** **০%**	**৩৬** **১০০%**

- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাত তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন বিএ।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে যে ২৬ জনের তথ্য পাওয়া গেছে তাদের ২ জনের (৭.৬৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৩ জনের (১১.৫৪%) এসএসসি এবং ৭ জনের (২৬.৯২%) জনের এইচএসসি, ১০ জনের (৩৮.৪৬%) স্নাতক এবং ৪ জনের (১৫.৩৮%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৩৩.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ১ জনের (১১.১১%) এসএসসি এবং ৩ জনের (৩৩.৩৩%) জনের এইচএসসি এবং ২ জনের (২২.২২%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ১৭ জন (৪৭.২২%)। পক্ষান্তরে এসএসসি এবং ও তাঁর চেয়ে কম শিক্ষাগত সম্পন্ন জনপ্রতিনিধির সংখ্যা ৯ জন (২৫%)। উল্লেখ্য, ৫ জন নবনির্বাচিত কাউন্সিলর (১৩.৮৯%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি।

- নির্বাচনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ৩১.৯৪% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৪৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৭.২২% (তথ্য পাওয়া ৩৬ জনের মধ্যে ১৭ জন)। অপরদিকে স্বল্প শিক্ষিত (এসএসসি বা তার কম যোগ্যতা সম্পন্ন) ৪৩.০৬% প্রার্থী (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৬২ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৫.০০% (তথ্য পাওয়া ৩৬ জনের মধ্যে ৯ জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, ভোটাররা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের বেশি গ্রহণ করেছেন এবং স্বল্প শিক্ষিতদেরও গ্রহণ করেছেন কম।

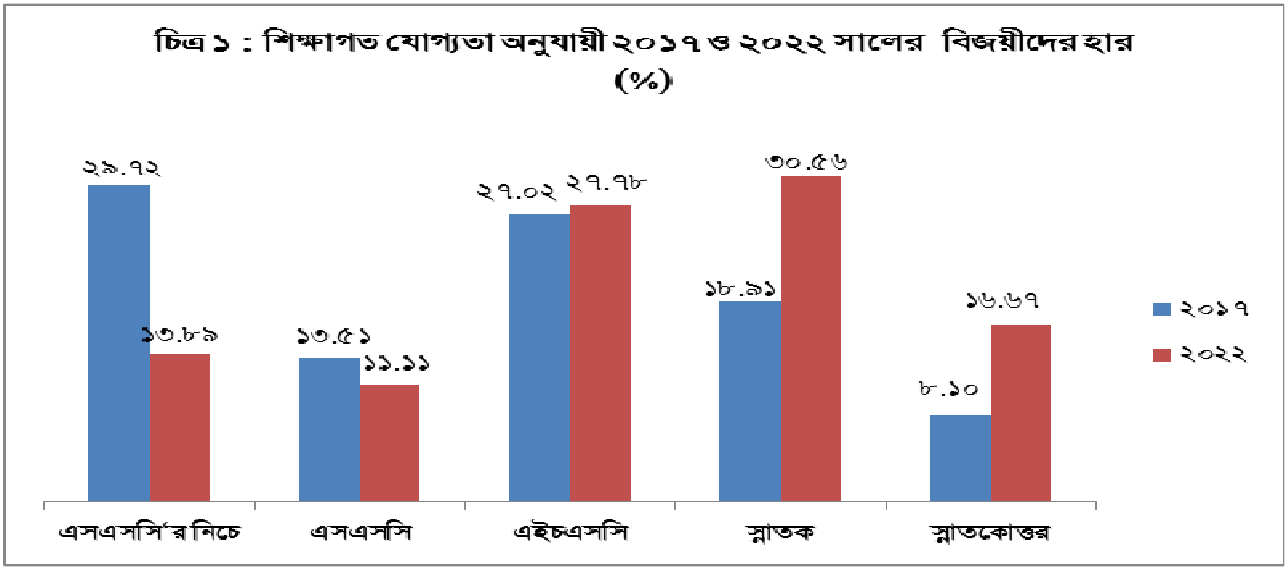

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালের তুলনায় এবারে স্বল্পশিক্ষিতদের (এসএসসি ও তার নিচে) নির্বাচিত হওয়ার হার বেশ কম। অপর দিকে উচ্চ শিক্ষিতদের (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি। প্রবণতাটি ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০%	১ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ %	০ ০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	০ ০%	২১ ৮০.৭৭%	১ ৩.৮৫%	২ ৭.৬৯%	০ ০%	২ ৭.৬৯%	০ ০%	২৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ৭৭.৭৮%	২ ২২.২২%	০ ০%	৯ ১০০%
সর্বমোট	**০ ০%**	**২২ ৬১.১১%**	**১ ২.৭৮%**	**২ ৫.৫৬%**	**৭ ১৯.৪৪%**	**৪ ১১.১১%**	**০ ০%**	**৩৬ ১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাত পেশার ঘরে লিখেছেন–ঠিকাদারী, গৃহসম্পত্তি আয় ও ব্যাংক সুদ আয়। আয়ের উৎস খাত অনুযায়ী ব্যবসা থেকেই তাঁর আয় বেশি। সে অনুযায়ী তাঁর পেশা হয় ব্যবসা।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ২৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২১ জনই (৮০.৭৭%) ব্যবসায়ী। আইনজীবী আছেন ২ জন (৭.৬৯%)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনই (৭৭.৭৮%) গৃহিণী।
- নবনির্বাচিত তথ্য পাওয়া সর্বমোট ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জনই (৬১.১১%) ব্যবসায়ী। ৭ জন (১৯.৪৪%) আছেন গৃহিণী।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৭৩.৩% (তথ্য পাওয়া ১০৫ জনের মধ্যে ৭৭ জন) ব্যসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮০.৭৭% (তথ্য পাওয়া ২৬ জনের মধ্যে ২১ জন)। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তথ্য পাওয়া ১৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯.০৩%

(৮৫ জন) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬১.১১% (২২ জন)। দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

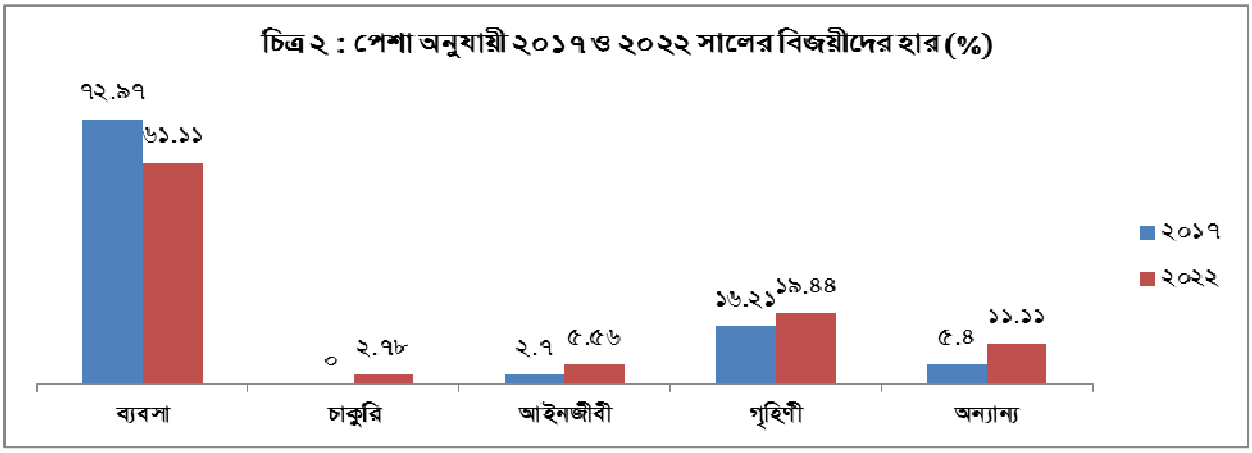

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালের তুলনায় এবারে ব্যবসায়ী নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	১৩ ৫০.০০%	১২ ৪৬.১৫%	৩ ১১.৫৪%	৩ ১১.৫৪%	৬ ২৩.০৮%	০ ০%	২৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%
সর্বমোট	**১৩ ৩৬.১১%**	**১৩ ৩৬.১১%**	**৩ ৮.৩৩%**	**৪ ১১.১১%**	**৬ ১৬.৬৭%**	**০ ০%**	**৩৬ ১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাতের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই; তবে অতীতে একটি মামলা ছিল। অতীতের মামলাটির অভিযোগসমূহের মধ্যে ৩০২ ধারার অভিযোগও ছিল।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ২৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১২ জনের (৪৬.১৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৬ জনের (২৩.০৮%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (১১.৫৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের (১১.৫৪%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল। উল্লেখ্য, নবনির্বাচিত ২৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন কাউন্সিলর প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনায় করা মামলায় বর্তমানে কারাগারে আছেন। এই তিন জন হলেন : ১ নং ওয়ার্ডের কাজী গোলাম কিবরিয়া, ৮ নং ওয়ার্ডের একরাম হোসেন এবং ১৬ নং ওয়ার্ডের মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। তিন জনই জামিনে থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আদালতে হাজিরা দিয়ে পুনরায় জামিনের আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের সাথে অতীতে বা বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলার সংশ্লিষ্টতা ছিল না বা নেই।

- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৩ জনের (৩৬.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৩ জনের (৩৬.১১%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৬ জনের (১৬.৬৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (৮.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে (১১.১১%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে যে ৩ জন নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তারা হচ্ছেন, ১ নং ওয়ার্ডের মো. একরাম হোসেন, ২৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং ২৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ আবুল হাসান। নবনির্বাচিত মেয়র ছাড়াও যে ৩ জন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল তারা হচ্ছেন, ৩ নং ওয়ার্ডের সরকার মাহমুদ জাবেদ, ১২ নং ওয়ার্ডের কাজী জিয়াউল হক এবং ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২৪.৩০% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৩৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৬.১১% (৩৬ জনের মধ্যে ১৩ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৪.৩১৭% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৮.৩৩%। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

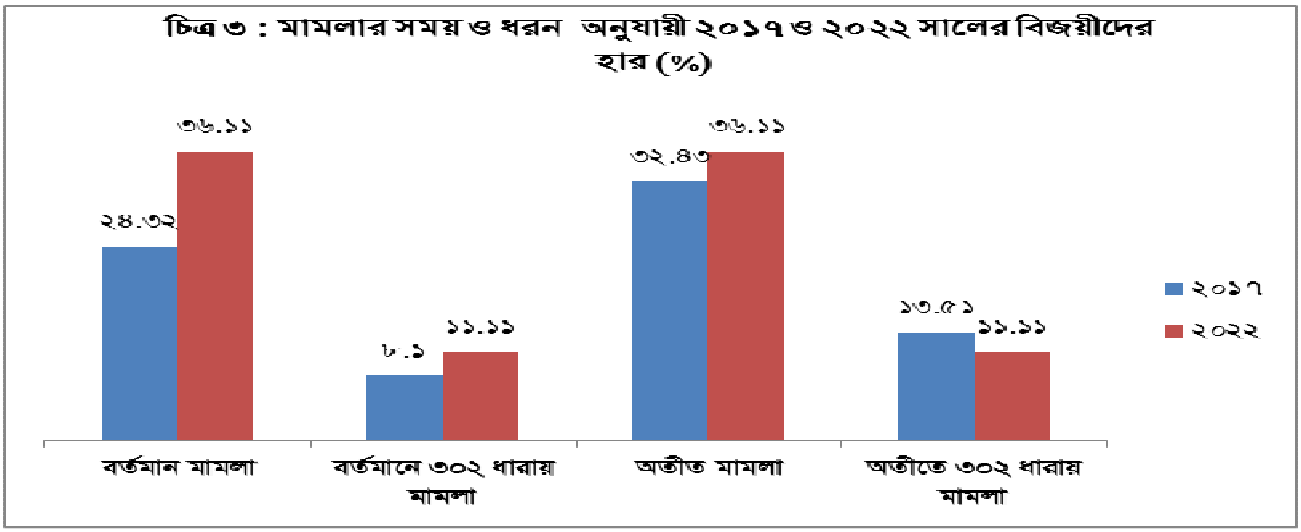

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ৩০২ ধারার অতীত মামলা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই মামলাসংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির বেশি	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	২ ৭.৬৯%	১২ ৪৬.১৫%	৯ ৩৪.৬২%	১ ৩.৮৫%	১ ৩.৮৫%	১ ৩.৮৫%	০ ০%	২৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	১ ১১.১১%	৫ ৫৫.৫৬%	২ ২২.২২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১১.১১%	৯ ১০০%
সর্বমোট	**৩ ৮.৩৩%**	**১৭ ৪৭.২২%**	**১১ ৩০.৫৬%**	**২ ৫.৫৬%**	**১ ২.৭৮%**	**১ ২.৭৮%**	**১ ২.৭৮%**	**৩৬ ১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাতের বার্ষিক আয় ২৯ লাখ ৯৩ হাজার ৬২৪ টাকা, যার মধ্যে ব্যবসা থেকে আয় ১৭ লাখ ১১ হাজার ৮০০ টাকা।

- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ২৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জন (৫৩.৮৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন ৯ জন (৩৪.৬২%)। বছরে ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ১ জন (২.৭৮%)। তিনি হচ্ছেন, ২২ নং ওয়ার্ডের মোঃ আজাদ হোসেন (বার্ষিক আয় ১,২৮,৫৮,৫৪৪ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জন (৬৬.৬৭%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। ২ জনের (২২.২২%) আয় ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষের মধ্যে।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২০ জনের (৫৫.৫৬%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ১১ জনের আয় (৩০.৫৬%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৬৭.৩৬% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৯৭ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। একই পরিমাণ আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৫৫.৫৬% (২০ জন)। অপর দিকে ১ কোটি টাকার অধিক আয়কারী ২.০৮% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২.৭৮% (৩৬ জনের মধ্যে ১ জন)। বিশ্লেষণে বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের ভোটাররা বেছে নিয়েছেন বেশি।

চিত্র ৪ : বার্ষিক আয় অনুযায়ী ২০১৭ ও ২০২২ সালের বিজয়ীদের হার (%)

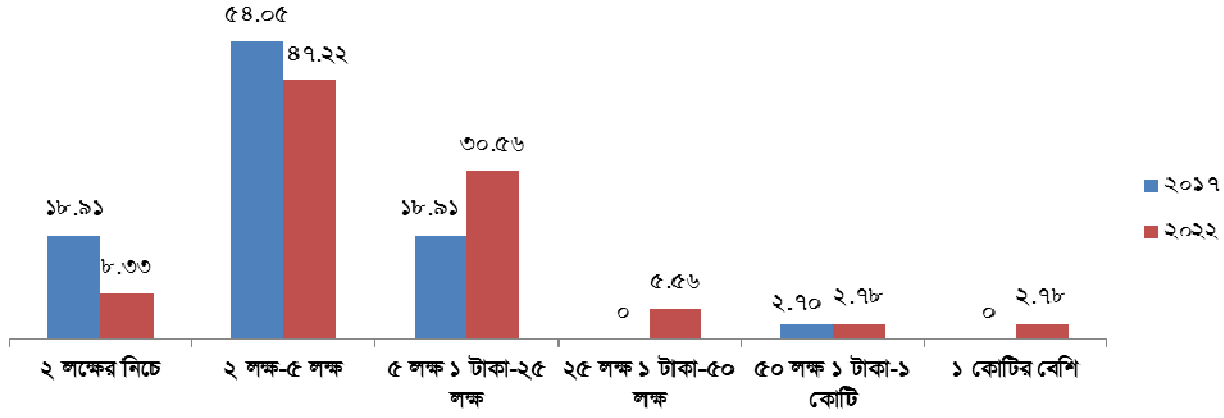

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর সংখ্যা যেমন হ্রাস পেয়েছে এবং তেমনি অধিক আয়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির বেশি	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	৫ ১৯.২৩%	১১ ৪২.৩১%	৩ ১১.৫৪%	২ ৭.৬৯%	৫ ১৯.২৩%	০ ০%	০ ০%	২৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	৬ ৬.৬৭%	২ ২২.২২%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ %	৯ ১০০%
সর্বমোট	**১১ ৩০.৫৬%**	**১৩ ৩৬.১১%**	**৪ ১১.১১%**	**২ ৫.৫৬%**	**৬ ১৬.৬৭%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩৬ ১০০%**

- নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাতের স্থাবর ও অস্থাবর (নিজের ও স্ত্রীর মিলিয়ে) সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৬৮ হাজার ১৪৯ টাকা, যার মধ্যে অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ২০ লাখ ৪৮ হাজার ১৪৯ টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ২৮ লাখ ২০ হাজার টাকা। এছাড়া তাঁর নিজের নামে ২০ ভরি এবং স্ত্রীর নামে ৩০ ভরি স্বর্ণ আছে, যার মূল্য তিনি উল্লেখ করেননি।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ২৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ১৯.২৩ শতাংশ (৫ জন) ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক, ৪২.৩১ শতাংশের (১১ জন) সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। ৫ জন (১৯.২৩%) কাউন্সিলরের কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে জনের (৬৬.৬৭%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১১ জনের (৩০.৫৬%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি রয়েছেন ৬ জন (১৬.৬৭%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৪৬.৫৩% (তথ্য পাওয়া ১৪৪ জনের মধ্যে ৬৭ জন) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। এদিকে তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার ৩০.৫৬% (১১ জন)। অপর দিকে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৯ জন (৬.২৫%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬ জন (১৬.৬৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি।

চিত্র ৫ : সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী ২০১৭ ও ২০২২ সালের বিজয়ীদের হার (%)

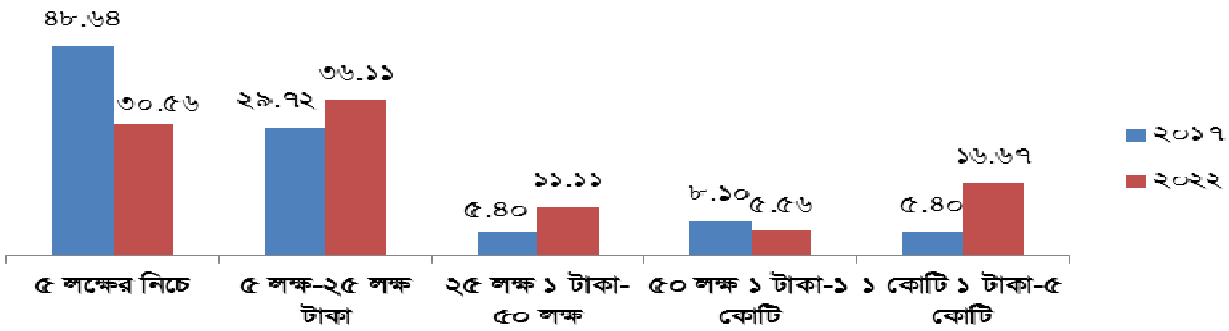

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বল্প সম্পদের অধিকারীর সংখ্যা যেমন হ্রাস পেয়েছে এবং তেমনি অধিক সম্পদশালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির বেশি	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
কাউন্সিলর	১ ৩.৮৫%	০ ০%	১ ৩.৮৫%	২ ৭.৬৯%	০ ০%	০ ০%	২৬ ১০০%	৪ জন ১৫.৩৮%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	০ ০%
সর্বমোট	**১ ২.৭৮%**	**০ ০%**	**১ ২.৭৮%**	**২ ৫.৫৬%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩৬ ১০০%**	**৪ জন ১১.১১%**

- নবনির্বাচিত মেয়র আরফানুল হক রিফাতের কোনো ঋণ বা দায়-দেনা নেই।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত ২৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৪ জন (১৫.৩৮%)। ঋণ গ্রহীতা এই ৪ জনের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ রয়েছে মাত্র ২ জনের (৫০%)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কোনো ঋণ গ্রহীতা নেই।
- তথ্য পাওয়া নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৪ জন (১১.১১%), যারা সকলেই নির্বাচিত সাধারণ কাউন্সিলর।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তথ্য পাওয়া ১৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন (৬.২৫%) ঋণ গ্রহীতা ছিলেন। নবনির্বাচিত ৩৬ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৪ জন (১১.১১%)। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

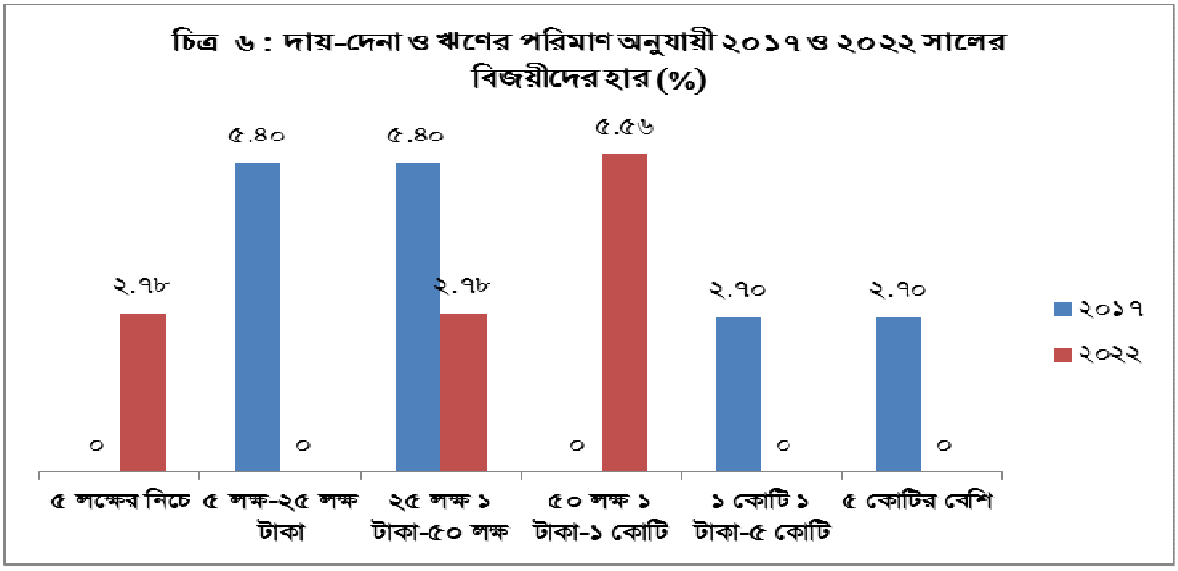

- ২০১৭ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার হ্রাস পেয়েছে।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২০ : মেয়র পদের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ

২০২২ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১০৫টি কেন্দ্রের মোটের ভোটার সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৯ হাজার ৯৩১ জন। কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে লিঙ্গভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা ভাগ করা নেই, তবে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ৪৯.০৭ শতাংশ, নারী ভোটার ছিলেন ৫০.৯২ শতাংশ এবং ২ জন (০.০০১%) ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। চূড়ান্ত ভোট গণনা শেষে দেখা যায়, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭৪টি, যা মোট ভোটারের ৫৯.০১ শতাংশ। প্রদত্ত ভোটের মধ্যে বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৫৫টি, যা প্রদত্ত ভোটের ৯৯.৭৬ শতাংশ। অপরদিকে বাতিল ভোটের সংখ্যা ছিল ৩১৯টি, যা প্রদত্ত ভোটের ০.২৪ শতাংশ।

প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত ৫০ হাজার ৩১০ (প্রদত্ত ভোটের ৩৭.০৮%) ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৯৬৭ ভোট, যা প্রদত্ত ভোটের ৩৬.৮৩ শতাংশ। রিফাত ও সাক্কুর ভোটের ব্যবধান ৩৪৩। তৃতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সার, তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ২৯ হাজার ৯৯টি (প্রদত্ত ভোটের ২৩.৪৫%)। অপর দুই প্রার্থী—ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোঃ রাশেদুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ৪০ ভোট (প্রদত্ত ভোটের ২.২৪%) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল আহসান বাবুল পেয়েছেন ২ হাজার ৩২৯ ভোট (প্রদত্ত ভোটের ১.৭২%)।

সারণি : একনজরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২২

প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	সর্বনিম্ন প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	গড়ে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটের হার	সর্বনিম্ন প্রাপ্ত ভোটের হার
আরফানুল হক রিফাত	৫০,৩১০	৩৭.০৮	১,২২১ (কেন্দ্র নং ৫৬)	১৮৭ (কেন্দ্র নং ১৫, ৭২)	৪৭৯	৬২.০৬ (কেন্দ্র নং ৪৩)	২০.১৫ (কেন্দ্র নং ১০৩)
মনিরুল হক সাক্কু	৪৯,৯৬৭	৩৬.৮৩	১,০৭৩ (কেন্দ্র নং ৬৫)	১২৩ (কেন্দ্র নং ৮৫,৪৩)	৪৭৬	৫৬.৭৭ (কেন্দ্র নং ১৫)	১৩.৩০ (কেন্দ্র নং ৮৫
নিজাম উদ্দিন কায়সার	২৯,০৯৯	২৩.৪৫	৬৩৯ (কেন্দ্র নং ১০৩)	৪১ (কেন্দ্র নং ৪৩)	২৭৭	৩৯.৭৫ (কেন্দ্র নং ৮০)	৭.৬৯ (কেন্দ্র নং ৩৬)
মোঃ রাশেদুল ইসলাম	৩,০৪০	২.২৪	২১০ (কেন্দ্র নং ৯৮)	২ (কেন্দ্র নং ৪৩)	২৯	১৫.৯৪ (কেন্দ্র নং ৯৯)	০.২৫ (কেন্দ্র নং ৭২)
কামরুল আহসান বাবুল	২,৩২৯	১.৭২	৭৩ (কেন্দ্র নং ৬১)	২ (কেন্দ্র নং ৩৭, ৪১)	২২	৪.৪৮ (কেন্দ্র নং ৭৩)	০.২৪ (কেন্দ্র নং ৩৭)

মোট কেন্দ্র	১০৫
ভোটকক্ষ	৬৪০
মোট ভোটার	২২৯৯৩১
বৈধ ভোট	১৩৫৩৫৫
বাতিল ভোট	৩১৯
প্রদত্ত ভোট	১৩৫৬৭৪
ভোটের হার	৫৯.০১%
ভোটের সর্বোচ্চ হার	৮১.২৬% (কেন্দ্র নং ৬১)
ভোটের সর্বনিম্ন হার	২৭.৫০% (কেন্দ্র নং ৩৮)

ভোটের হার

গড় ভোটের হার ৫৯.০১ হলেও বেশিরভাগ কেন্দ্রে (৩৮টি কেন্দ্র বা ৩৬.১৯%) ভোট পড়েছে ৬২ থেকে ৬৮ শতাংশ ভোট, ১৮টি বা ১৭.১৪% কেন্দ্রে পড়েছে ৫৫ থেকে ৬১ শতাংশ ভোট, ১৭টি বা ১৬.১৯% কেন্দ্রে পড়েছে ৪৮ থেকে ৫৪ শতাংশ ভোট, ১৩টি বা ১২.৩৮% কেন্দ্রে পড়েছে ৬৯ থেকে ৭৫ শতাংশ ভোট, ১১টি বা ১০.৪৮% কেন্দ্রে পড়েছে ৪১ থেকে ৪৭ শতাংশ ভোট।

২০১২ সালে, যখন একটি ভিন্ন মডেলের ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন ভোট পড়ার হার ছিল ৭৫, পক্ষান্তরে পেপার ব্যালট ব্যবহার করে অনুষ্ঠিত ২০১৭ সালের নির্বাচনে ভোট পড়ার হার ছিল ৬৫.৫৯। ২০১২ সালের তুলনায় এবার প্রায় ১৫ শতাংশ এবং ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ ভোট কম পড়েছে।

সারণি : ভোট পড়ার হার অনুযায়ী কেন্দ্র সংখ্যা

ভোটের হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার
২৭%-৩৩%	২	১.৯০
৩৪%-৪০%	৪	৩.৮১
৪১%-৪৭%	১১	১০.৪৮
৪৮%-৫৪%	১৭	১৬.১৯
৫৫%-৬১%	১৮	১৭.১৪
৬২%-৬৮%	৩৮	৩৬.১৯
৬৯%-৭৫%	১৩	১২.৩৮
৭৬%-৮২%	২	১.৯০

মোট	**১০৫**	**১০০**

প্রধান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের হার

প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিফাত ও সাক্কু দুইজেনরই ৩০ থেকে ৩৯ শতাংশ ভোট পাওয়া কেন্দ্র সংখ্যা কাছাকাছি–রিফাতের ৪০টি (৩৮.১০%) ও সাক্কুর ৪১টি (৩৯.০৫)। রিফাত ২০ থেকে ২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ২৫টি কেন্দ্রে, সাক্কু পেয়েছেন ২০টি কেন্দ্র। রিফাত ৪০ থেকে ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ২৭টি কেন্দ্রে, সাক্কু পেয়েছেন ৩৬টি কেন্দ্রে। রিফাত ৫০ থেকে ৫৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ১২টি কেন্দ্রে, পক্ষান্তরে সমপরিমাণ ভোট সাক্কু পেয়েছেন ৫টি কেন্দ্রে। ৩টি কেন্দ্রে সাক্কুর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ১০ থেকে ১৯ শতাংশ, রিফাত কোনো কেন্দ্রে ২০ শতাংশের নিচে ভোট পাননি। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সার বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন ১০ থেকে ২৯ শতাংশের মধ্যে। যে চারটি কেন্দ্রে ফল পরে ঘোষণা করা হয় সে চারটিতে রিফাতের ভোট প্রাপ্তির হার ৩৭ থেকে ৫৯ শতাংশ এবং সাক্কুর ভোট প্রাপ্তির হার ২৩ থেকে ৩৩ শতাংশ এবং কায়সারের ভোট প্রাপ্তির হার ১০ থেকে ২৩ শতাংশ।

সারণি : প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী তিন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কেন্দ্র সংখ্যা

প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের হার	আরফানুল হক রিফাত		মনিরুল হক সাক্কু		নিজাম উদ্দিন কায়সার	
	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার
১%-৯%	০	০	০	০	৪	৩.৮১
১০%-১৯%	০	০	৩	২.৮৬	৪৪	৪১.৯০
২০%-২৯%	২৫	২৩.৮১	২০	১৯.০৫	৪৭	৪৪.৭৬
৩০%-৩৯%	৪০	৩৮.১০	৪১	৩৯.০৫	১০	৯.৫২
৪০%-৪৯%	২৭	২৫.৭১	৩৬	৩৪.২৯	০	০
৫০%-৫৯%	১২	১১.৪৩	৫	৪.৭৬	০	০
৬০%-৬৯%	১	০.৯৫	০	০	০	০
মোট	**১০৫**	**১০০**	**১০৫**	**১০০**	**১০৫**	**১০০**

প্রধান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা

রিফাত ও সাক্কু দুইজনই ১০০০ ভোটের বেশি পেয়েছেন ২টি করে কেন্দ্রে। রিফাত কোনো কেন্দ্রে ৯০০ থেকে ৯৯৯-এর মধ্যে কোনো ভোট না পেলেও সাক্কু পেয়েছেন দুইটি কেন্দ্রে। রিফাত ৩৭.১৪ শতাংশ বা ৩৯টি কেন্দ্রে পেয়েছেন ৪০০ থেকে ৪৯৯ ভোট, সাক্কু সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন ২৩.৮১ শতাংশ বা ২৫টি কেন্দ্রে। রিফাত ৫০০ থেকে ৫৯৯ ভোট পেয়েছেন ১০টি কেন্দ্রে, সাক্কু সমান সংখ্যক ভোট পাওয়া কেন্দ্র সংখ্যা ২১টি। ৭০০ থেকে ৭৯৯ ভোট পাওয়া কেন্দ্র সংখ্যার দিক দিয়ে আবার রিফাত এগিয়ে–রিফাত পেয়েছেন ৮টিতে এবং সাক্কু পেয়েছেন ৪টিতে। নিজাম উদ্দিন কায়সার বেশির ভাগ কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন ১০০-৩৯৯টি।

১০৫টি কেন্দ্রে রিফাতে গড় ভোট সংখ্যা ৪৭৯, সাক্কুর গড় ভোট সংখ্যা ৪৭৬ এবং কায়সারের গড় ভোট সংখ্যা ২৭৭। যদিও ১০১টি কেন্দ্র পর্যন্ত রিফাতের গড় ভোট ছিল ৪৭৪, সাক্কুর ছিল ৪৮০ এবং কায়সারের ছিল ২৭৯। পরে ঘোষিত ৪টি কেন্দ্রে রিফাতের গড় ভোট ৬১২, সাক্কুর গড় ভোট ৩৬৯ এবং কায়সারের গড় ভোট ২৩৯।

সারণি : ভোট পড়ার হার অনুযায়ী দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুযায়ী কেন্দ্র সংখ্যা

প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	আরফানুল হক রিফাত		মনিরুল হক সাক্কু		নিজাম উদ্দিন কায়সার	
	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার
>১০০০	২	১.৯০	২	১.৯০	০	০
৯০০-৯৯৯	০	০	২	১.৯০	০	০
৮০০-৮৯৯	৪	৩.৮১	৩	২.৮৬	০	০
৭০০-৭৯৯	৮	৭.৬২	৪	৩.৮১	০	০

৬০০-৬৯৯	৯	৮.৫৭	১০	৯.৫২	১	০.৯৫
৫০০-৫৯৯	১০	৯.৫২	২১	২০.০০	৬	৫.৭১
৪০০-৪৯৯	৩৯	৩৭.১৪	২৫	২৩.৮১	৯	৮.৫৭
৩০০-৩৯৯	২৪	২২.৮৬	২৩	২১.৯০	৩০	২৮.৫৭
২০০-২৯৯	৬	৫.৭১	৯	৮.৫৭	২৬	২৪.৭৬
১০০-১৯৯	৩	২.৮৬	৬	৫.৭১	৩৩	৩১.৪৩

ভোট পড়ার হার বনাম প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাপ্ত গড় ভোটের হার

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪১ শতাংশ থেকে ৮২ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে রিফাত ও সাক্কু গড়ে যে ভোট পেয়েছেন তার হার প্রায় কাছাকাছি। তবে, ২৭ থেকে ৩৩ শতাংশ ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে রিফাত পেয়েছেন ৫৬.৮৭% এবং সাক্কু পেয়েছেন মাত্র ৩৫.১৮%।

সারণি : ভোট পড়ার হার অনুযায়ী দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হার

ভোট পড়ার হার	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রাপ্ত গড় ভোটের হার	
		আরফানুল হক রিফাত	মনিরুল হক সাক্কু
২৭%-৩৩%	২	৫৬.৮৭	৩১.৮৫
৩৪%-৪০%	৪	৫০.৪০	৩৫.১৮
৪১%-৪৭%	১১	৪৩.৯২	৩৮.৫৪
৪৮%-৫৪%	১৭	৩৮.৩০	৪০.৭০
৫৫%-৬১%	১৮	৩৪.৭৮	৪০.২৮
৬২%-৬৮%	৩৮	৩৬.৩৯	৩৫.৪৯
৬৯%-৭৫%	১৩	৩৪.৩১	৩৩.৪০
৭৬%-৮২%	২	৩২.৪৭	৩১.৫৭

আমরা সুজনের পক্ষ থেকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের হলফনামায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দেখাতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্য উপস্থাপনই নয়, নির্বাচনের পূর্বেও আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানেও সীমিত পরিসরে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছি; যা নিম্নরূপ:

- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের হলফনামার তথ্যসমূহের সঠিকতা যাচাই ও প্রার্থীদের তথ্যচিত্র ভোটাদের মধ্যে বিতরণের আহ্বানে বিবৃতি প্রদান;
- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে রিটার্নিং অফিসার, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি প্রদান;
- ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান;
- নির্বাচনের পূর্বে হলফনামায় প্রদত্ত মেয়র প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র ভোটারদের মাঝে বিতরণ;
- কুমিল্লা ও ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অবাধ, নিবপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সুজন-এর আহ্বান এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন ইত্যাদি।

সুজন-এর পর্যবেক্ষণ

সুজন গতানুগতিকভাবে শুধুমাত্র নির্বাচনের দিনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে না। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকেই পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে থাকে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাদের পর্যবেক্ষণে যে ইতিবাচক দিকসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- নির্বাচনের অনেক আগেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাঠে নামানো;
- প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন;
- ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকা;
- দ্রুততম সময়ে প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষরিত মেয়র, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলের কপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ। যদিও বিশ্লেষণ করার জন্য যে ধরনের ফাইল (যেমন এক্সেল) প্রয়োজন তা এখনও ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি।

আমাদের পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু নেতিবাচক দিকও এসেছে। যেমন, দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর নির্বাচনী এলাকায় শোডাউন, আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কিছু কিছু প্রচার-প্রচারণা এবং ভোটের আগের রাতে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর নেতাকর্মী নিয়ে শোডাউন করায় মেয়র প্রার্থী আরাফানুল হক রিফাতকে রিটার্নিং অফিসার তাঁর দপ্তরে তলব করে সতর্ক করেন (দৈনিক যুগান্তর, ১৬ মে ২০২২)। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেয়র প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সারকে ৫০ হাজার টাকা এবং আরফানুল হক রিফাতকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় (ডেইলি কুমিল্লা নিউজ, ২৮ ও ২৯ মে ২০২২)।

তবে এসব ছাপিয়ে মূল আলোচিত ঘটনা ছিল কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি। সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬-এর ২২ ধারার অধীনে কমিশন 'সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিলেও তিনি সে নির্দেশ উপেক্ষা করে এলাকায় অবস্থান করেন। নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও বিধিমালার ৩১ ও ৩২ ধারা অনুযায়ী শাস্তির বিধান প্রয়োগ না করায় কমিশন ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। পরবর্তীতে কমিশন থেকে বলা হয় বাহাউদ্দিনকে এলাকা ছাড়ার কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি কমিশনের মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

ভোটগ্রহণের দিন পত্রপত্রিকায় ব্যাপক আকারে অনিয়মের খবর প্রকাশিত না হলেও কিছু কিছু অনিয়মের খবর প্রকাশ হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্রে ইভিএমে শুধু নৌকা প্রতীক দেখাচ্ছে কয়েকজন ভোটারের এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক উক্ত কেন্দ্র পরিদর্শনে করতে গেলে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন (দি ডেইলি স্টার, ১৫ জুন ২০২২); কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ ও রেয়াজ উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের গোপনকক্ষে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি (দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ জুন ২০২২ ও বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ জুন ২০২২), ইভিএমের ধীর গতি (বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ জুন ২০২২); কুমিল্লা হাইস্কুল কেন্দ্রে ইভিএম বিকলের ফলে ৪২ মিনিট ভোট বন্ধ (বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ জুন ২০২২)।

এই নির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল ফলাফল নিয়ে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া। ফলাফল ঘোষণার সময় দেখা যায়, ১০১টি কেন্দ্রের ফল ঘোষণার পর চারটি কেন্দ্রের ফল ঘোষণা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেন রিটার্নিং অফিসার। সেই সময় পর্যন্ত ১০১টি কেন্দ্রের ফলাফলে মনিরুল হক সাক্কু এগিয়ে থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ফলাফলে (১০৫ টি কেন্দ্র) তিনি পরাজিত হন ৩৪৩ ভোটের ব্যবধানে। পূর্ব থেকেই পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থাকায় জনগণ এক ধরনের সন্দেহ-সংশয় নিয়েই এই নির্বাচনের দিকে নজর রাখছিলো। এই ঘটনায় সেই সন্দেহ আরো জোরদার হয়েছে। এদিকে, স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুক হক সাক্কু গত ২৫ জুন চারটি কেন্দ্রের পুনঃভোট চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর একটি আবেদন করেছেন। তবে এও সত্য যে, মনিরুল হক সাক্কু ঢালাওভাবে তাকে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করলেও, সর্বশেষ ঘোষিত ৪টি কেন্দ্রের ফলাফল জালিয়াতি করে তাকে হারিয়ে দেওয়া, এর সপক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি।

ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ফলাফল ঘোষণা নিয়ে দেরি হওয়ার বিষয়টি আমরা লক্ষ করেছি। সে তুলনায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল কিছুটা আগেই ঘোষিত হয়েছে। তবে কমিশন প্রকাশিত প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষরিত ফলাফল বিবরণীতে উল্লেখ করা সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে ওই চারটি কেন্দ্রের ফলাফল গণনা শেষ হয়েছে। সেই ফলাফল পৌঁছাতে দেরি হওয়ার বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নয়।

আমরা জানি যে, ২০২৩ সালের শেষে বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জনগণ চায় এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হোক। আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা না ফিরলে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কখনই সম্ভব নয়। তাই, নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ফেরানোর প্রয়োজনেই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে, যথাযথ তদন্ত পূর্বক এ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে তাঁদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যগুলোর সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্যও আমরা কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ হলফনামায় তথ্য প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়িত করা। তথ্য যদি সঠিক না হয় তাহলে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। আশাকরি নির্বাচন কমিশন আমাদের আহবানে সাড়া দেবে।